গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
বাজেট ও অডিট শাখা

বিষয়ঃ ২১/১২/২০১৫ তারিখ অনুষ্ঠিত বাজেট ওয়ার্কিং গ্রুপ (BWG)-এর সভার কার্যবিবরণী।

সভার তারিখ	ঃ	২১/১২/২০১৫ খ্রিঃ।
সময়	ঃ	সকাল ১১:০০ ঘটিকা।
স্থান	ঃ	মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ (কক্ষ নং-৬১০-১২)।
উপস্থিতি	ঃ	পরিশিষ্ট-১ দ্রষ্টব্য।
সভাপতি	ঃ	ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার, অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি সভা আরম্ভ করেন। তিনি প্রথমে সভার প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন এবং অর্থ বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত বাজেট পরিপত্র-১ এর আলোকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর বর্ণনামূলক অংশ, ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেট প্রাক্কলন, ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাজেট প্রক্ষেপণ (উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন) ও রাজস্ব প্রাপ্তির ফরমসমূহ যথাযথভাবে পূরণপূর্বক অর্থ বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত প্রাথমিক ব্যয়সীমা এবং বাস্তবতার নিরিখে অর্থ বিভাজনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

২। তিনি সভায় বলেন যে, ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকার ইতোমধ্যে সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যে মানব সম্পদের উন্নয়ন অপরিহার্য। এ লক্ষ্যে এ পরিকল্পনায় শিক্ষানীতি ২০১০ বাস্তবায়নের গুরুত্ব আরোপসহ বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণের নির্দেশনা রয়েছে। তিনি আরও বলেন যে, সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্রে এ মন্ত্রণালয় মানব সম্পদ উন্নয়ন বিষয়ক থিমেটিক গ্রুপের নেতৃত্ব প্রদান করছে। সামাজিক নিরাপত্তা খাতে এ মন্ত্রণালয়ে বেশ কিছু কার্যক্রম রয়েছে। এসব কার্যক্রমগুলো সরকার গৃহীত বিভিন্ন নীতি, পরিকল্পনার আলোকে বিস্তৃত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এসব গৃহীত কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়নের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হবে। অর্থ বিভাগ হতে আগামী ৩ বছরের জন্য যে বাজেট সিলিং প্রদান করা হয়েছে তা সপ্তম পঞ্চবার্ষিকীসহ সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল এবং শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের জন্য অত্যন্ত অপ্রতুল। তিনি আরও বলেন, সম্প্রতি জাতিসংঘ কর্তৃক এসডিজি অনুবৃত্তিক্রমে ২০১৫-২০৩০ মেয়াদে এসডিজি গ্রহণ করা হয়েছে। যা বাংলাদেশ স্বাক্ষর করেছে। এসডিজির ৪নং গোলটি শিক্ষা বিষয়ক যা এ মন্ত্রণালয়ের সাথে সম্পর্কিত। এ লক্ষ্যমাত্রার আওতায় সকলের জন্য বিনামূল্যে ন্যায়সঙ্গত মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদানসহ জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। যেহেতু বাংলাদেশ এমডিজি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সমর্থন প্রদান করেছে। কাজেই এসব লক্ষ্যমাত্রা নিশ্চিতকল্পে প্রাথমিক শিক্ষা ও গণশিক্ষা ক্ষেত্রে বিস্তৃত পরিসরে নতুন নতুন উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। এ লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবিত বাজেট ৩-৪ গুণ বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হবে। অন্যথায় এসব লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে না। সভাপতি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, শিক্ষানীতি, এসডিজি এবং সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্র বিবেচনায় নিয়ে আগামী ৩ বছরের বাজেট প্রণয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। অতঃপর সকলকে আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানান।

৩। সভাপতির অনুমতিক্রমে যুগ্মসচিব (বাজেট ও অডিট) সভাকে অবহিত করেন যে, এ মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থাসমূহের জন্য অর্থ বিভাগ হতে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেট প্রাক্কলন, ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাজেট প্রক্ষেপণে (উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন) প্রাথমিক ব্যয়সীমা যথাক্রমে ১৫৯৫৫,৭৮,০০ হাজার টাকা; ১৭৫৫১,৩৬,০০ হাজার টাকা; এবং ১৯৩০৬,৫০,০০ হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত ব্যয়সীমা এ মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহের মধ্যে বিভাজন করতে হবে। তিনি অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত ব্যয়সীমা হতে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের অনুন্নয়ন বাজেট প্রাক্কলন ১০৪৯৯,২৭,১১ হাজার টাকা; ২০১৭-১৮ অর্থবছরের প্রক্ষেপণ ১২১১২,৩৫,৬৬ হাজার টাকা; ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ১২৮৬৭,৬৮,৭৯ হাজার টাকা এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরের উন্নয়ন বাজেট প্রাক্কলন ৫৪৫৬,৫০,৮৯ হাজার টাকা; ২০১৭-১৮ অর্থবছরের প্রক্ষেপণ ৫৪৩৯,০০,৩৪ হাজার টাকা; ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ৬৪৩৮,৮১,২১ হাজার টাকা নির্ধারণের প্রস্তাব সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করেন। অর্থ বিভাগের সিলিং-এর ভিত্তিতে অনুন্নয়ন খাতে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১০৪৯৯,২৭,১১ হাজার টাকা বরাদ্দ রাখা হলে উন্নয়ন খাতে থাকবে মাত্র ৫৪৫৬,৫০,৮৯ হাজার টাকা। এ প্রস্তাবের আলোকে অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত

ব্যয়সীমা অপেক্ষা উন্নয়ন বাজেটে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৪১৩৮,৬৩,০৮ হাজার; ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৪৮০৩,০০,৬৮ হাজার এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৫৩৮৯,৯৭,৭৯ হাজার টাকা অতিরিক্ত প্রয়োজন হবে মর্মে সভাকে অবহিত করেন।

৪। যুগ্মসচিব (বাজেট ও অডিট) আরও উল্লেখ করেন, অর্থ বিভাগ কর্তৃক রাজস্ব প্রাপ্তি ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রাক্কলন ৫৯,২৭,০০ হাজার টাকা; ২০১৭-১৮ অর্থবছরের প্রক্ষেপণ ৬২,৮২,০০ হাজার টাকা; ২০১৮-১৯ অর্থবছরের প্রক্ষেপণ ৭০,৩৬,০০ হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার আলোকে এ মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থাসমূহের ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রাক্কলন ৫৯,২৭,০০ হাজার টাকা; ২০১৭-১৮ অর্থবছরের প্রক্ষেপণ ৬২,৮২,০০ হাজার টাকা; ২০১৮-১৯ অর্থবছরের প্রক্ষেপণ ৭০,৩৬,০০ হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়। তিনি প্রস্তাবিত আয়সীমা সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করেন।

৫। উপ-প্রধান (পরিকল্পনা) মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর বর্ণনামূলক অংশের ১ম ভাগ (অংশ-১, ২, ৩, ৪, ৫) অনুমোদনের জন্য সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামোর (MTBF) বর্ণনামূলক অংশের ২য় ভাগ অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহ কর্তৃক স্ব স্ব অংশ আগামী ২৭/১২/২০১৫ তারিখের মধ্যে হালনাগাদ করে প্রেরণের প্রস্তাব করেন।

৬। উপ-প্রধান (পরিকল্পনা) আরও উল্লেখ করেন, উন্নয়ন বাজেটের ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রাক্কলন এবং ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরের প্রক্ষেপণের তথ্য সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন যে, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২০১৬-১৭ অর্থবছরে রাজস্ব ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় উন্নয়ন বাজেটে ব্যাপক হ্রাস পেয়েছে। তিনি সভাকে আরও অবহিত করেন যে, বাজেট পরিপত্র-১ এ অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত সিলিং অনুযায়ী ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জন্য উন্নয়ন বাজেট নির্ধারণ করা হয়েছে মাত্র ৫৪৫৬,৫০,৮৯ হাজার টাকা এবং ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জন্য বরাদ্দ পাওয়া গেছে যথাক্রমে ৫৪৩৯,০০,৩৪ হাজার টাকা এবং ৬৪৩৮,৮১,২১ হাজার টাকা। উন্নয়ন বাজেট বাস্তবায়নের জন্য প্রকৃত চাহিদা ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৯৫৯৫,১৩,৯৭ হাজার টাকা, ২০১৭-১৮ বছরের ১০২৪২,০৪,০২ হাজার টাকা এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ১১৮২৮,৭৯,০০ হাজার টাকা। অর্থাৎ ঘাটতি রয়েছে যথাক্রমে ৪১৩৮,৬৩,০৮ হাজার টাকা, ৪৮০৩,০০,৬৮ হাজার টাকা এবং ৫৩৮৯,৯৭,৭৯ হাজার টাকা। এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন যে, সিলিং অনুযায়ী প্রাপ্ত বরাদ্দ ২০১৫-১৬ অর্থবছরে উন্নয়ন বাজেট (৫৫৪১,৭০,০০ হাজার টাকা) অপেক্ষা কম যা কোন ভাবেই যুক্তিযুক্ত নয়। সভায় জানানো হয় যে, আগামী ২০১৬-১৭ অর্থবছর পিইডিপি-৩ এর শেষ বছর। এ অর্থবছরে এ প্রোগ্রামের জন্য নূন্যতম ৫ হাজার কোটি টাকার প্রয়োজন হবে। তাছাড়া, চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য অপেক্ষাধীন নতুন উপবৃত্তি প্রকল্পের জন্য ১৫০০ কোটি টাকার প্রয়োজন হবে। অর্থ বিভাগের সিলিং অনুযায়ী উন্নয়ন বাজেটে যে অর্থ পাওয়া গেছে তা দিয়ে এ দুটি প্রকল্পের চাহিদা মেটানো সম্ভব হবে না।

৭। উপ-প্রধান (পরিকল্পনা) আরও উল্লেখ করেন যে, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় বর্তমান সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার প্রাপ্ত খাত। এমডিজিতে এ খাতে যে সকল লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল, সেগুলো বাংলাদেশ নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। এখন এ অর্জনগুলো ধরে রাখার জন্য নতুন নতুন কর্মসূচি এবং কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। তাছাড়া, ইতোমধ্যে এসডিজি, ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্র গ্রহণ করা হয়েছে। এ সকল পরিকল্পনায় যে সকল লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে সেগুলো অর্জন করার জন্যও নতুন নতুন উন্নয়ন কর্মসূচি ও অধিক বরাদ্দ প্রয়োজন। অর্থ বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত সিলিং এর প্রেক্ষিতে এ মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন কার্যক্রমে ২০১৬-২০১৯ বছরে যে বরাদ্দ পাওয়া গেছে তা দিয়ে কোনভাবেই এসব লক্ষমাত্রা অর্জনের কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হবে না। অধিকন্তু আগামী অর্থবছরের চলমান সকল প্রকল্পে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ প্রদান সম্ভব হবে না। বিশেষত: আগামী অর্থবছরে পিইডিপি-৩ সমাপ্ত হওয়ার জন্য নির্ধারিত আছে। পিইডিপি-৩ এর অনুকূলে এ পর্যন্ত চাহিদার বিপরীতে মাত্র ৪৩% অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হয়েছে। অপ্রতুল বরাদ্দের কারণে সকল ডিএলআই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনসহ পিইডিপি-

৩ সমাপ্তির শেষ বছরে পর্যাপ্ত বরাদ্দ প্রদান না গেলে সরকার আর্থিকভাবে বঞ্চিত হওয়া আশঙ্কা রয়েছে। কাজেই সরকার কর্তৃক গৃহীত ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্র, জাতিসংঘের এসডিজি'র লক্ষ্য অর্জনে এবং সর্বোপরি পিইডিপি-৩ এর সমাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ নিশ্চিত করার স্বার্থে এ মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন বরাদ্দ বৃদ্ধির জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনাক্রমে মন্ত্রণালয়ের সিলিং বৃদ্ধির জরুরি উদ্যোগ গ্রহণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

৮। সহকারী সচিব (বাজেট ও অডিট) উল্লেখ করেন যে, অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে বাজেট প্রণয়নের লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ), উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর আগামী ২৭/১২/২০১৫ তারিখের মধ্যে উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেট iBAS++ পদ্ধতির মাধ্যমে অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে বাজেট এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের প্রস্তাব করেন।

৯। সভায় সামগ্রিক আলোচনা ও মতবিনিময়ের প্রেক্ষিতে সভাপতি সরকারের সীমিত সম্পদের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

১০। **বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ**

(১) ২০১৬-১৭ অর্থবছরের অনুন্নয়ন বাজেট প্রাক্কলন ১০৪৯৯,২৭,১১ হাজার টাকা; ২০১৭-১৮ অর্থবছরের প্রক্ষেপণ ১২১১২,৩৫,৬৬ হাজার টাকা; ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ১২৮৬৭,৬৮,৭৯ হাজার টাকা এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরের উন্নয়ন বাজেট প্রাক্কলন ৫৪৫৬,৫০,৮৯ হাজার টাকা; ২০১৭-১৮ অর্থবছরের প্রক্ষেপণ ৫৪৩৯,০০,৩৪ হাজার টাকা; ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ৬৪৩৮,৮১,২১ হাজার টাকা নির্ধারণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় (পরিশিষ্ট-ক);

(২) পিইডিপি-৩সহ সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, এসডিজি-৪ ও সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্র বাস্তবায়নের স্বার্থে সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রদত্ত সিলিং অপেক্ষা ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৪১৩৮,৬৩,০৮ হাজার; ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৪৮০৩,০০,৬৮ হাজার এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৫৩৮৯,৯৭,৭৯ হাজার টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রদানের জন্য অর্থ বিভাগকে ডিও পত্রের মাধ্যমে অনুরোধ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

(৩) রাজস্ব প্রাপ্তি ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রাক্কলন ৫৯,২৭,০০ হাজার টাকা; ২০১৭-১৮ অর্থবছরের প্রক্ষেপণ ৬২,৮২,০০ হাজার টাকা; ২০১৮-১৯ অর্থবছরের প্রক্ষেপণ ৭০,৩৬,০০ টাকার লক্ষ্যমাত্রা অনুমোদিত হয় (পরিশিষ্ট-খ);

(৪) মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামোর (MTBF) বর্ণনামূলক অংশের ১ম ভাগ (অংশ-১, অংশ-২ অংশ-৩, অংশ-৪, অংশ-৫) পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন ও সংশোধন সাপেক্ষে অনুমোদিত হয় (পরিশিষ্ট-গ)। অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থাসমূহের বর্ণনামূলক অংশের ২য় ভাগের স্ব স্ব অংশ আগামী ২৭/১২/২০১৫ তারিখের মধ্যে হালনাগাদ করে এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

(৫) স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা আহ্বানপূর্বক কমিটির অনুমোদনক্রমে আগামী ২৭/১২/২০১৫ তারিখের মধ্যে অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে বাজেট এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

(৬) প্রস্তাবিত বাজেট প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ, রাজস্ব প্রাপ্তি এবং মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামোর (MTBF) বর্ণনামূলক অংশ বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১১। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভা সমাপ্ত করেন।

স্বাক্ষরিত/-
২৭.১২.২০১৫
(ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার)
অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)
ও
সভাপতি
বাজেট ওয়ার্কিং গ্রুপ।

নং-৩৮.০০৬.০২০.০৭.০০.১১৩.২০১৪-২৯২

তারিখ: ১৩ পৌষ ১৪২১ / ২৭ ডিসেম্বর ২০১৫

কার্যার্থে প্রেরণ করা হলোঃ

১. মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মিরপুর, ঢাকা।
২. মহাপরিচালক, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৩. মহাপরিচালক, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, তেজগাঁও, ঢাকা।
৪. মহাপরিচালক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ), ময়মনসিংহ।
৫. পরিচালক, শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মিরপুর, ঢাকা।
৬. উপপ্রধান (পরিকল্পনা), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।
৭. সিনিয়র সহকারী সচিব (বাজেট-১), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।
৮. সিনিয়র সহকারী প্রধান (শিক্ষা উইং), পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৯. সহকারী প্রধান (পরিকল্পনা-১), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।
১০. প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, সচিবালয় ভবন, ৩য় ফেজ (৫ম তলা), সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

সদয় জ্ঞাতার্থে অনুলিপিঃ

১. পরিচালক (অর্থ/পরিকল্পনা), উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, তেজগাঁও, ঢাকা।
২. পরিচালক (অর্থ/পরিকল্পনা), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মিরপুর, ঢাকা।
৩. সচিবের একান্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।
৪. অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)-এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।
৫. যুগ্ম-সচিব (বাজেট ও উন্নয়ন)-এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

২৭/১২/২০১৫

(মোঃ রেজাউল করিম)
সহকারী সচিব(বা:অ:)
ফোনঃ ৯৫৭৭২৬৩